ছাতকে স্কুলে বহিরাগতদের মহড়া : আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, ছাতক (সুনামগঞ্জ)

সুনামগঞ্জের ছাতকস্থ সিলেট পাল্প অ্যান্ড পেপার মিলস উচ্চ বিদ্যালয়ে (এসপিপিএম) একটি মহল বিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্টের পাশাপাশি শিক্ষক ও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকি বেশ কয়েকটি অভিযোগ এনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে একটি লিখিত অভিযোগও দিয়েছেন এলাকাবাসী। গত বুধবার কয়েক'শ অভিভাবক উপস্থিত হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নূরের জামান চৌধুরী বরাবর এ অভিযোগ দেন। অভিযোগ থেকে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নবঞ্চিত এসপিপিএম উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্তমানে সরকারের দেয়া প্রায় দেড় কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির নির্বাচনের নামে গ্রুপিং সৃষ্টি করে এসব উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করতে একটি মহল তৎপর হয়ে উঠেছে। গত ১০ অক্টোবর বিদ্যালয় চলাকালীন কিছু বহিরাগত ব্যক্তি ও পাশ্ববর্তী নিটল নিলয় কারখানার ভাড়া করা কিছু শ্রমিক অনুমতি ছাড়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এতে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে অজানা আতঙ্ক। অনেক শিক্ষার্থী ক্লাস না করে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। এ ঘটনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য আব্দুল মতিন জানান, বর্তমানে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত একটি পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ আরো কয়েক মাস বাকি রয়েছে। বর্তমানে পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে চলছে অদ্ভুতপূর্ব উন্নয়ন কার্যক্রম। অতীতে যারা দায়িত্বে ছিল তারা শুধু লুটপাট করেছে। এখন এসব উন্নয়ন তাদের সহ্য হচ্ছেনা বিধায় উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করে বিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে একটি কুচক্রি মহল। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নূরের জামান চৌধুরী জানান, বিদ্যালয়ে যারা অকারণে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিদ্যালয়ে অস্থায়ী শ্রমিকদের অনাধিকার প্রবেশ সম্পর্কে নিটল নিলয় কারখানার ডিজিএম আমিনুল ইসলামের বক্তব্য নেয়ার জন্য মোবাইল করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।